আজকের কাগজ

তারিখ ... ১৫-৯-৯১
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

127

25

১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে ছাত্রছাত্রীদের উৎকণ্ঠা দূর হয়নি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ খোলার পর 'যে কোনো মুহূর্তে আবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে' – সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে জেগে থাকা শঙ্কার কোনো সমাধান ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার খুলছে।

গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় ১৬ সেপ্টেম্বর আবাসিক হলসমূহ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ক্লাশ শুরু হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে ঐ সভায় উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা সিন্ডিকেট সদস্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'যেসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তা এখনো দূরীভূত হয়নি।'

উল্লেখ্য, গত ৩০ জুলাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ–অ) এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধের পর সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ ৪৭ দিন বন্ধ থাকার পর ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় আবার খুলছে। ঐদিন প্রকাশ্যে দিনের আলোতে শত শত পুলিশের সামনেই সশস্ত্র মহড়ায় লিপ্ত হয়েছিলো দু'টি ছাত্রসংগঠন।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালে ছাত্র সংগঠনগুলো 'সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার' ব্যাপারেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এসময়ে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও ও স্মারকলিপি পেশ ইত্যাদি কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

এদিকে ঢাকায় অবস্থানরত সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনাকালে তারা বলেছেন, 'খুলেই লাভ কি আবার কয়েকদিন পরেইতো বন্ধ হয়ে যাবে।' এই উৎকণ্ঠার কারণ হিসেবে তারা জানিয়েছেন, 'বছরের পর বছর, সন্ত্রাসকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে অথচ কর্তৃপক্ষ এসবের কোনো সমাধানই দিতে পারেনি।'

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে উপাচার্য এম মনিরুজ্জামান মিঞার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ছাত্র–ছাত্রী, অভিভাবক, রাজনৈতিক সংগঠন সবারই সবকিছু জানা আছে।' তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে অস্বীকার করেন।

গতকাল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ–অ) সভাপতি শাহে আলমের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, সরকারি ছাত্রসংগঠন যদি সন্ত্রাস করে তবে স্বাভাবিকভাবে অতীতের মতই সাধারণ ছাত্ররা তা প্রতিহত করবে। তিনি বলেন, আসলে বিএনপি সরকার সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক নয়। সরকার আন্তরিক হলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ হবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না–শ) সাধারণ সম্পাদক শফি আহমেদ বলেন, হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা দরকার। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর যাতে আর সন্ত্রাস না হয় এজন্যে আমরা ছাত্রলীগ (আ–অ)– ছাত্রদলের মধ্যে একটা সমঝোতার সৃষ্টি করার জন্যে কাজ করছি।'

গণভোটে ব্যস্ত থাকার কারণে ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি।

একজন অভিভাবক বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে পাঠানোর পর থেকেই উৎকণ্ঠায় থাকতে হয়। সন্ত্রাসের ফলে বারবার শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। এর জবাব কে দেবে।